ডিসেম্বর মাসের প্রথম পক্ষের কৃষি

সুপ্রিয় কৃষিজীবী ভাইবোন, সবাইকে নবান্নের শুভেচ্ছা। আপনাদের সবার জন্যা শুভ কামনা। আসুন আমরা জেনে নেই ডিসেম্বর মাসের প্রথম পক্ষে কৃষিতে করণীয় কাজগুলো সম্পর্কে।

আমন ধান: এ পক্ষে আমন ধান পেকে যাবে তাই রোদেলা দিন দেখে ধান কাটতে হবে। আমন ধান শতকরা ৮০ ভাগ পাকলে কেটে ফেলতে হবে। আমন ধান কাটার পরপরই জমি চাষ দিয়ে রাখতে হবে, এতে বাষ্পীভবনের মাধ্যমে মাটির রস কম শুকাবে। রোপা আমন কাটার আগে রিলে ফসল হিসেবে খেসারি আবাদ করা যায়। আগামী মৌসুমের জন্য বীজ রাখতে চাইলে প্রথমেই সুস্থ্য সবল ভালো ফলন দেখে ফসল নির্বাচন করতে হবে। এরপর কেটে, মাড়াই-ঝাড়াই করার পর রোদে ভালমত শুকাতে হবে। শুকানো গরম ধান আবার ঝেড়ে পরিস্কার করতে হবে এবং ছায়ায় রেখে ঠান্ডা করতে হবে। পরিস্কার ঠান্ডা ধান বায়ু রোধী পাত্রে সংরক্ষণ করতে হবে। বীজ রাখার পাত্র টিকে মাটি বা মেঝের উপর না রেখে পাটাতনের উপর রাখতে হবে। পোকার উপদ্রব থেকে রেহাই পেতে হলে ধানের সাথে নিম, নিসিন্দা, ল্যান্টানার পাতা শুকিয়ে গুড়ো করে মিশিয়ে দিতে হবে।

বোরো ধানঃ বোরো ধানের বীজতলা তৈরি করে না থাকলে দ্রুত বীজতলা তৈরি করুন। রোদ পড়ে এমন উর্বর ও সেচ সুবিধাযুক্ত জমি বীজতলার জন্য নির্বাচন করতে হবেচাষের আগে প্রতি বর্গমিটার জায়গার জন্য ২-৩ কেজি জৈব সার দিয়ে ভালোভাবে জমি তৈরি করতে হবে। পানি দিয়ে জমি থকথকে কাদা করে এক মিটার চওড়া এবং জমির দৈর্ঘ্য অনুসারে লম্বা করে ভেজা বীজতলা তৈরি করতে হবে। যেসব এলাকায় ঠান্ডার প্রকোপ বেশি সেখানে শুকনো বীজতলা তৈরি করতে পারেন। প্রতি দুই প্লটের মাঝে ২৫-৩০ সেমি. নালা রাখতে হবে। যেসব এলাকায় সেচের পানির ঘাটতি থাকে সেখানে আগাম জাত হিসেবে ব্রি ধান২৮, ব্রি ধান৮১ এবং ব্রি ধান৫৫, উর্বর জমি ও পানি ঘাটতি নাই এমন এলাকায় ব্রি ধান২৯, ব্রি ধান৫০, ব্রি ধান৫৮, ব্রি ধান৫৯, ব্রি ধান৭৪, ব্রি ধান৮৯, ব্রি হাইব্রিড ধান৩, ৫, এসএল৮এইচ, ব্রি ধান৪৭, ব্রি ধান৬৭, বিনা ধান৮, বিনা ধান১০ চাষ করতে পারেন। বীজ বপর করার আগে ৬০-৭০ ঘন্টা জাগ দিয়ে রাখতে হবে। এসময় ধানের অঙ্কুর গজাবে। অঙ্কুরিত বীজ বীজতলায় ছিটিয়ে বপন করতে হবে। প্রতি বর্গমিটার বীজ তলার জন্য ৮০-১০০ গ্রাম বীজের প্রয়োজন হয়।। বোরো ধানের চারা রোপনের উপযুক্ত সময় এখনই। সঠিক পদ্ধতিতে চাষ ও মই দিয়ে ভালো ফলনের জন্য একই জাতের সমকালীন চাষাবাদ করতে হবে। লাইন থেকে লাইন ৮ ইঞ্চি ও গোছা থেকে গোছা ৮ ইঞ্চি দিয়ে রোপন করতে হবে।

ভুট্টাঃ ভুট্টা চাষের উপযুক্ত সময় এখনই। ভুট্টার উন্নত জাতগুলো হলো বারি ভুট্টা-৬, বারি ভুট্টা-৭, বারি হাইব্রিড ভুট্টা-৬, বারি হাইব্রিড ভুট্টা-৭, বারি হাইব্রিড ভুট্টা-৮, বারি হাইব্রিড ভুট্টা-৯, বারি হাইব্রিড ভুট্টা-১০, বারি হাইব্রিড ভুট্টা-১১ এসব। এক হেক্টর জমিতে বীজ বপনের জন্য ২৫-৩০ কেজি ভুট্টা বীজের প্রয়োজন হয়। হাইব্রিডের ক্ষেত্রে বীজের মাত্রা এর অর্ধেক হবে;তাছাড়াও বিভিন্ন বীজ কোম্পানীর হাইব্রিড জাতের বীজ ব্যবহার করতে পারেন। ভাল ফলনের জন্য সারিতে বীজ বপর করতে হবে। এক্ষেত্রে সারি থেকে সারির দূরত্ব ৭৫ সেমি এবং বীজ থেকে বীজের দূরত্ব ২৫ সেমি রাখতে হবে। মাটি পরীক্ষা করে জমিতে সার প্রয়োগ করলে কম খরচে ভাল ফলন পাওয়া যায়। তবে সাধারণভাবে প্রতি শতাংশ জমিতে ইউরিয়া ১-১.৫ কেজি, টিএসপি ৭০০-৯০০ গ্রাম, এমওপি ৪০০-৬০০ গ্রাম, জিপসাম ৬০০-৭০০ গ্রাম, দস্তা ৪০-৬০ গ্রাম, বরিক এসিড ২০-৩০ গ্রাম এবং ১৬-২০ কেজি জৈব সার প্রয়োগ করতে হবে।

সরিষা ও অন্যান্য তেল ফসলঃ তেল ফসলের মধ্যে সরিষা অন্যতম। তাছাড়াও সূর্যমুখী আবাদ করতে পারেন। সরিষা গাছের বয়স ২০-২৫ দিন হলে শতাংশপ্রতি ৩০০ গ্রাম ইউরিয়া সার উপরি প্রয়োগ করতে হবে। উপরি সার প্রয়োগের পর হালকা একটি সেচ দিতে হবে। মাটিতে রস কমে গেলে ২০-২৫ দিন পর আবারো একটি সেচ দিতে হবে।

আলুঃ এখনও আলু রোপন করে না থাকলে অতি দ্রুত আলু রোপন করুন। অন্যান্য স্থানে রোপণকৃত আলু ফসলের যত্ন নিতে হবে। মাটির কেইল বেঁধে দিতে হবে এবং কেইলে মাটি তুলে দিতে হবে। সারের উপরি প্রয়োগসহ প্রয়োজনীয় সেচ দিয়ে আগাছা পরিস্কার করতে হবে।

ডাল ফসলঃ ডাল আমাদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ফসল। মাঠে এখন মসুর, মটর, খেসারি, ছোলা, ফেলন প্রভৃতি ডাল ফসল আছে। আর বপন করে না থাকলে দ্রুত বপন করুন। সারের উপরিপ্রয়োগ, প্রয়োজনে সেচ, আগাছা পরিস্কার, বালাই ব্যবস্থাপনাসহ সবকটি পরিচর্যা সময়মত যথাযথভাবে করতে পারলে কাংখিত ফলন পাওয়া যাবে।

শাক-সবজিঃ মাঠে এখন অনেক সবজি বাড়ন্ত পর্যায়ে আছে। ফুলকপি, বাঁধাকপি, ওলকপি, শালগম, মুলা এ সব বড় হওয়ার সাথে সাথে চারার গোড়ায় মাটি তুলে দিতে হবে। চারার বয়স ২-৩ সপ্তাহ হলে সারের উপরি প্রয়োগ করতে হবে। সবজি ক্ষেতের আগাছা, রোগ ও পোকা-মাকড় নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। এক্ষেত্রে সেক্স ফেরোমেন ফাঁদ ব্যবহার করতে পারেন। এতে পোকা দমনের সাথে সাথে পরিবেশও ভাল থাকবে। জমিতে প্রয়োজনে সেচ প্রদান করতে হবে। টমেটো গাছের অতিরিক্ত ডাল ভেঙে দিয়ে খুটির সাথে বেঁধে দিতে হবে। ঘেরের বেড়িবাঁধে টমেটো, মিষ্টিকুমড়া চাষ করতে পারেন।

অন্যান্য রবি ফসলঃ মাঠে এখন মিষ্টি আলু, পেঁয়াজ, রসুন, ধনিয়া, মরিচসহ অনেক অত্যাবশ্যকীয় ফসলের প্রাথমিক বৃদ্ধি পর্যায়। এসময় ভালভাবে যত্ন পরিচর্যা নিশ্চিত করতে পারলে আশাতীত ফলন পাওয়া যাবে। এসব ফসল এখনো বপন/রোপন করা না হলে দেরি না করে চারা/কন্দ লাগাতে হবে। তবে এক্ষেত্রে অতিরিক্ত যত্ন নিতে হবে।

কৃষির যেকোনো সমস্যা সমাধানের জন্য আপনার এলাকায় নিয়োজিত উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা অথবা নিকটস্থ উপজেলা কৃষি অফিসে যোগাযোগ করুন। কৃষি কল সেন্টারের ১৬১২৩ নম্বর বা কৃষক বন্ধু সেবার ৩৩৩১ নম্বরে যেকোনো মোবাইল অপারেটর থেকে কল করে জেনে নিতে পারেন কৃষি বিশেষজ্ঞের পরামর্শ।

কৃষিবিদ মোঃ মনিরুল ইসলাম
জেলা প্রশিক্ষণ অফিসার
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর,ঝালকাঠি